হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাস (The Town planning in the Harappan Civilisation) : সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, রূপার, কালিবাঙ্গান্ ও লোথাল সকল স্থানেই নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই নগরগুলির গঠন রীতি ছিল প্রায় একই প্রকার।[১] স্টুয়ার্ট পিগট নামে প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, সিন্ধু সভ্যতা যেরূপ বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ছিল তাতে মনে করা যায় যে, এই অঞ্চলে দুইটি রাজধানী ছিল, যথা—হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও কালিবাঙ্গানে দেখা গিয়েছে যে, শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা; উত্তর হতে দক্ষিণে বা পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত। একদিকের রাস্তা অন্যদিকের রাস্তার সঙ্গে সমকোণে সংযুক্ত। বড় রাস্তার পাশ হতে গলিগুলি বের হয়ে গেছে। বড় রাস্তাগুলি ৯ হতে ৩৪ ফিট চওড়া এবং গাড়ী চলাচলের উপযোগী। গলিগুলিতে পানীয় জলের কূপ খোঁড়া হত। হরপ্পায় মহেঞ্জোদারোর তুলনায় কূপের সংখ্যা কম দেখা যায়।

রাস্তা

রাস্তার ওপর সারিবদ্ধভাবে গৃহগুলি তৈরি হত। গলিতেও গৃহ তৈরি করা হত। রাস্তা অবরোধ করে বাড়ি তৈরি করা হত না। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল সর্বত্র পোড়া ইটের বাড়ি তৈরি হত। কোন শহরে পাথরের তৈরি বাড়ি পাওয়া যায় নি। বাড়িগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) বৃহৎ প্রাসাদ বা সরকারী বাড়ি; (২) বাসগৃহ; (৩) স্নানাগার; (৪) দুর্গ। বাসগৃহগুলি বিভিন্ন আকৃতির ছিল। দু কামরাযুক্ত ছোট গৃহ থেকে ত্রিশ কামরাযুক্ত বিরাট প্রাসাদ সরকারের বাসগৃহ হরপ্পা সংস্কৃতিতে দেখা যায়। কোন কোন বাড়ির কয়েকটি তলা ছিল। ওপরের তলায় যাওয়ার জন্যে মজবুত সিঁড়ি ছিল। অধিকাংশ বাড়িতে একটি আঙ্গিনা, ৩ হতে ৪টি কক্ষ, একটি স্নানাগার ও একটি পাকশালা থাকত।[২] কোন কোন বাড়িতে জল সরবরাহের জন্যে নিজস্ব কূপ থাকত। হরপ্পায় একটি বাসগৃহের আঙিনার চারদিকে দুই কক্ষবিশিষ্ট অনেকগুলি ঘর দেখা যায়। এই দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘরগুলিকে শ্রমিকদের আবাসস্থল বলে মনে করা হয়। হরপ্পা সংস্কৃতির নগরগুলিতে ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর বৈষম্য ছিল তার প্রমাণ হিসেবে অনেকে এই বাড়িগুলিকে গ্রহণ করেন। বৃহৎ প্রাসাদগুলি ধনীদের আবাস গৃহ এবং দু কামরাযুক্ত ব্যারাক গৃহ শ্রমিকদের আবাস গৃহ এই শ্রেণী বৈষম্যের পরিচয় দেয়। তবে হরপ্পা সংস্কৃতিতে মাঝারি বাড়ির সংখ্যা বেশী থাকায় এ. এল. বাসাম এই নগরগুলিতে মধ্যবিত্তের বাস বেশী ছিল বলে মনে করেন। যাই হোক, মহেঞ্জোদারোর বাড়িগুলির সামনের দিকে কোন জানালা থাকত না। বাড়ির দেওয়ালের নীচের দিকে জল লাগবার সম্ভাবনা থাকায় পোড়ামাটির ইট ব্যবহার করা হত। দেওয়ালের ওপরের দিকে অনেক সময় কাঁচামাটির রোদে শুকান ইট ব্যবহার করা হত। তবে

নগরের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি

পোড়ামাটির ইট বেশী ব্যবহার হত। ইটগুলি বেশ বড় আকারের একই মাপের ছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন আকৃতির বাড়ি প্রমাণ করে যে এই নগরগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল। ডঃ এ· এল· বাসামের মতে, এই নগরগুলিতে মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশী ছিল।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর একটি অংশ ছিল উঁচু, বাকি অংশ ছিল নীচু। উঁচু এলাকায় নগরের দুর্গ থাকত। সম্ভবতঃ এই দুর্গে শাসকশ্রেণীর লোকেরা থাকত। নগরের অন্য অংশে সাধারণ লোক বসবাস করত। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবাঙ্গানে একটি করে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মহেঞ্জোদারো দুর্গের ভেতরের অংশে এখনও খোঁড়ার কাজ হয় নি।[১] হরপ্পার দুর্গটির গঠন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যায়। হরপ্পার দুর্গের বাইরের দেওয়াল ছিল ১৩ মিটার চওড়া। এই দেওয়াল ছিল কাঁচা ইটের তৈরি। এই দেওয়ালের বাইরের দিকে পোড়ামাটির ইট দ্বারা আচ্ছাদন করা ছিল। দেওয়ালের কোণে কোণে গম্বুজ বা বুরুজ ছিল। প্রাচীরের ওপর মাঝে মাঝে বুরুজ স্থাপন করা ছিল। এই দুর্গকে প্রাচীন গ্রীক নগর বা Acropolis বা এক্রোপোলিসের তুলনা করা যায়। কালিবাঙ্গানে দুর্গকে ঘিরে বিরাট প্রাকার বা প্রাচীর ছিল।

দুর্গ

হরপ্পায় দুর্গের সংলগ্ন স্থানে একটি শস্যাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শস্যাগারটি হল লম্বায় ১৬৯ ফিট এবং চওড়ায় ১৩৫ ফিট (মতান্তরে ১৫০×২০০ ফিট)। পোড়ামাটির উঁচু ভিতের ওপর এই শস্যাগারটি তৈরি করা হয়। শস্যাগারের পাশেই উঁচু বাঁধান চাতাল। এখানে শ্রমিকরা শস্য ঝাড়াই-মাড়াই করত। শস্যাগারের পাশেই ছিল ২ কামরা যুক্ত শ্রমিকদের আবাসের কেন্দ্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, শ্রমিকদের এই শস্যাগারের কাজে নিযুক্ত করা হত। স্যার মার্টিমার হুইলার দুর্গ এবং তৎসংলগ্ন শস্যাগার ও শস্যাগারের কাজের জন্যে শ্রমিক ব্যারাক নির্মাণের পরিকল্পনার প্রশংসা করেছেন। মহেঞ্জোদারোতে একটি বিরাট গৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে যাকে অনেকে সভাগৃহ বলে মনে করেন।

শস্যাগার ও সভাগৃহ

মহেঞ্জোদারোতে দুর্গের কাছেই একটি স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্নানাগারকে সিন্ধু সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যায়। এই স্নানাগারের বাইরের দিকের মাপ ছিল ১৮০×১০৮ ফিট। স্নান করবার জলাধারটির মাপ ছিল ৩৯×২৩ ফিট এবং গভীরতা ৮ ফিট। জলাধারটিতে জল ঢুকাবার ও বের করবার ব্যবস্থা ছিল। এর একপাশে বসবার জন্যে মঞ্চ ছিল। জলাধারের অন্য তিন পাশে বারান্দা এবং তার পাশে ছোট ছোট ঘর ছিল। মার্টিমার হুইলারের মতে, এই স্নানাগারটি একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। পূজার্থীরা স্নান সেরে ছোট কক্ষে পোষাক পরত এবং স্নানাগার সংলগ্ন মাতৃদেবতার মন্দিরে পূজো দিত। গবেষক ডি· ডি· কোশাম্বী অবশ্য মনে করেন যে, এই কক্ষগুলি অনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত।

স্নানাগার

শিল্প নগরগুলির বাসগৃহের জল-নিকাশী ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত। প্রতি বাড়ির জল বের হওয়ার জন্যে পোড়ামাটির ইটের তৈরি নালী ছিল। এই নালী পথে জল নির্গত হয়ে রাস্তার পয়ঃপ্রণালীতে পড়ত। রাস্তার পাশে গর্ত করে নর্দমা তৈরি করা হত। এই নর্দমা পাথরের ঢাকনা দ্বারা চাপা দেওয়া থাকত। জলের দ্বারা বাহিত আবর্জনাকে আটকাবার জন্যে মাঝে মাঝে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা করা ছিল। সিন্ধু নগরগুলির মত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা প্রাচ্যদেশে আর ছিল না। কোশাম্বি মনে করেন যে, হরপ্পার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল যে এই কারণে হরপ্পা সভ্যতাকে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা থেকে আলাদা

পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা

বলা চলে। গুজরাটের লোথালের নগর পরিকল্পনার সঙ্গে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার কিছু পার্থক্য দেখা যায়। লোথালের নগরটির চারদিকে ছিল প্রাচীর এবং শহরের পাশেই ছিল জাহাজঘাটা।

সিন্ধু নগরগুলির বিন্যাস লক্ষ্য করে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই নগরগুলির গঠনে ব্যবহারিক সুবিধার দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়। নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি অথবা গৃহগুলির স্থাপত্য শিল্প রচনার দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় নি। মার্টিমার হুইলার এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "সিন্ধু নগরগুলির অধিবাসীরা ছিল বাণিজ্যজীবি বুর্জোয়া এবং সিন্ধু নগরগুলির জীবনযাত্রায় বুর্জোয়া সভ্যতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।"[১] সৌন্দর্য অপেক্ষা আরাম ও স্থায়িত্বের দিকেই নগরবাসীদের বেশী দৃষ্টি ছিল। এজন্য তারা বাসগৃহগুলিকে মজবুত করে তৈরি করে, কিন্তু বাসগৃহগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছিল নীচু মানের। সিন্ধু নগরগুলিতে নিশ্চয়ই পৌর শাসন বেশ কড়া ছিল। নতুবা শহরের রাস্তা-ঘাট ও গৃহ নির্মাণে এরূপ শৃঙ্খলা পালিত হত না। শহরের অধিবাসীরা ছিল স্বচ্ছল। শাসকশ্রেণী ছিল দৃঢ় অথচ উদার মতাবলম্বী।[২] হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর তুলনায় গুজরাটের লোথালের নগর পরিকল্পনা কিছুটা আলাদা ছিল। শহরের বাড়িগুলি উঁচু ভিতের ওপর তৈরি করা হয় সম্ভবতঃ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। শহরের চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। লোথাল ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর নগরী।

সিন্ধু সভ্যতার বুর্জোয়া চরিত্র